চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ০২৩৩৩৩২০০৬৩, ০২৩৩৩৩৩১৪৫৭, ০২৩৩৩৩১০৫৩৪,
০২৩৩৩৩১০৫৩৬, ০২৩৩৩৩১২৩৬৫, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-০২৩৩৩৩২৫৪০৯
Email: cmoshctg@gmail.com Web site: www.cmoshbd.org

জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১

৪১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

৩০ জুন ২০২২ ইং

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০২১

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, ডোনার, পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপস্থিত সুধীমন্ডলী আস্সালামু আলাইকুম।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সভার শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিগত ১ বছরে আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাওয়া নাম জানা ও অজানা হাসপাতালের আজীবন সদস্য/সদস্যা, পৃষ্ঠপোষক, ডোনার, হাসপাতালের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীদের। বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি -

১) হাসপাতালের মেগা ডোনার, হাসপাতালের উন্নয়নের অন্যতম কান্ডারী, আইসিইউ, সিসিইউ, এইচডিইউ, আরটি-পিসিআর ল্যাব, অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ক্যাথ ল্যাব সহ পূর্ণাঙ্গ হার্ট ইউনিটের একমাত্র অর্থ প্রদানকারী, হাসপাতালের জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী (ডোনার) জনাব সৈয়দ আজিজ নাজিম উদ্দিন এর বড় ভাই, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক পরিচালক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ইন্ডেপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর ও মেরিনার্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুদ্দিন।

২) হাসপাতালের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক (ডাঃ) এল এ কাদেরী।

৩) হাসপাতালের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ খুরশীদ জামিল চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব আব্দুল রাজ্জাক চৌধুরী (আজীবন সদস্য) ও শ্বশুর প্রফেসর আমিনুল ইসলাম।

৪) হাসপাতালের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম ইঞ্জিঃ এল কে সিদ্দিকীর ছোট ভাই এবং হাসপাতালের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ খুরশীদ জামিল চৌধুরীর মামা, বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জনাব বোরহান সিদ্দিকী।

৫) হাসপাতালের মেগা ডোনার, ক্লিপটন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. জালাল উদ্দিন চৌধুরী।

৬) হাসপাতালের মেগা ডোনার, প্যাসিফিক জিন্সের স্বত্ত্বাধিকারী আলহাজ্ব নাসির উদ্দিন।

৭) হাসপাতালের জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী (ডোনার) জনাব সৈয়দ আজিজ নাজিম উদ্দিন এর ছোট ভাই সৈয়দ ইমতিয়াজ উদ্দিন।

৮) ক্যান্সার হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান জনাব আবু তৈয়বের জৈষ্ঠ সন্তান এস এম তারিখ মাঈন উদ্দিন নাছের (অপু)।

৯) আজীবন সদস্য এটিএম ফয়জুল কদির, জনাব আবদুল বারী চৌধুরী, ডাঃ সৈয়দ মোঃ মোস্তফা কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা সফিকুল হাসান, লায়ন মোঃ বেলায়েত হোসেন, শাহাদাত হোসেন ভূঁইয়া, জনাব মতিউর রহমান, হাজী নুরুল আবছার, আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম, জনাব শামসুদ্দিন পারভেজ, আবদুল রায়হান চৌধুরী মাজিদ, মিসেস জেবুন্নেছা, জনাব এ কে এম কবির উদ্দিন আহমেদ, জনাব আমজাদুল ফরহাদ চৌধুরী, জনাব এস এ চৌধুরী, এডভোকেট মোঃ ইমলাক, জনাব সুনিল কান্তি বড়ুয়া (হাসপাতালের সাবেক মেট্রন মালতি বড়ুয়ার স্বামী), জনাব এম এ বাতেন, জনাব সফিকুর রহমান, জনাব খাজা মোঃ মুর্শীদ বাহার, জনাব মোঃ শওকত আলী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী টিপু।

১০) চট্টগ্রাম ক্লাবের সাবেক চেয়ারম্যান ও হাসপাতালের আজীবন সদস্য জনাব তরিকুল ইসলাম খান।

১১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ডাঃ মোঃ আফসারুল আমিন এমপি মহোদয়ের ছোট ভাই জনাব খোরশেদুল আমিন।

১২) হাসপাতালের সাবেক ওয়ার্ড মাষ্টার আবুল কাশেম।

১৩) হাসপাতালের সাবেক হিসাব কর্মকর্তা ও আজীবন সদস্য মোশফেক আহমেদ।

১৪) ক্লিনিক্যাল প্যাথলজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর (ডাঃ) রাজিয়া সুলতানার শ্রদ্ধেয় মাতা।

১৫) আজীবন সদস্য, বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোরশেদ কাদেরীর শ্রদ্ধেয় মাতা।

১৬) রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান ডাঃ আ ম ম মিনহাজুর রহমানের শ্রদ্ধেয় মাতা মিসেস রোকেয়া বেগম (আজীবন সদস্য)।

১৭) হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা আবুল মনসুরের শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ জালাল উদ্দিন।

১৮) আজীবন সদস্য এম মাহমুদুর রহমান শাওনের শ্রদ্ধেয় মাতা ও একিউট মেডিসিন ইউনিটের সহকারী রেজিষ্ট্রার ডাঃ মাহমুদা সুলতানা আফরোজার শ্বাশুড়ী।

১৯) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিনের শ্রদ্ধেয় মাতা।

২০) ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল মান্নান রানার শ্বাশুড়ী মনোয়ারা বেগম।

২১) আজীবন সদস্য রোটারিয়ান মুবিনুল হক মুবিন মাষ্টারের পিতা জাফর আহমেদ।

২২) আজীবন সদস্য জনাব গিয়াস উদ্দিনের পিতা আলহাজ্ব মুহাম্মদ রুস্তম আহমেদ।

২৩) আজীবন সদস্য লায়ন এ এস এম ইউনুস এর মাতা আলহাজ্ব আনোয়ার বেগম।

২৪) শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ শাহেদ ইকবালের পিতা প্রবীন চিকিৎসক ডাঃ মোঃ ইসহাক।
২৫) অবস এন্ড গাইনী বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ তাহেরা বেগমের শ্বাশুড়ি রওশন আরা বেগম।
২৬) আজীবন সদস্য জনাব মহিবুল্লাহর শ্রদ্ধেয় মাতা দিলদার বেগম।
২৭) প্রাক্তন সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ আবু তৈয়বের শ্বশুর আলহাজ্ব হফেজ জামাল উদ্দিন আহমেদ।
২৮) আজীবন সদস্য মোরশেদ বাহার, নওশাদ বাহার ও মহসিন বাহারের শ্রদ্ধেয় মাতা রেজিয়া বেগম।
২৯) আজীবন সদস্য এডভোকেট মোঃ আক্তার হোসেন এর শ্রদ্ধেয় পিতা হাজী মোঃ হারুন।
৩০) আজীবন সদস্য ও সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা জনাব আবছারুল হক চৌধুরী।
৩১) আজীবন সদস্য জনাব মহিবুল্লাহর শ্রদ্ধেয় মাতা দিলদার বেগম।
৩২) আজীবন সদস্য জনাব নাঈম উদ্দিনের শ্রদ্ধেয় মাতা নূর বেগম।
৩৩) আজীবন সদস্য এম এ জলিলের শ্রদ্ধেয় পিতা আবদুস সালাম।
৩৪) আজীবন সদস্য লায়ন আবু নাসের রনির শ্রদ্ধেয় পিতা হাজী আবু তাহের।
৩৫) ডোনার মেম্বার আবদুস সালামের শ্রদ্ধেয় মাতা আনোয়ারা বেগম।
৩৬) ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেনের ভগ্নিপতি জনাব সৈয়দ আফসার উদ্দিন।
৩৭) উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন এর শ্রদ্ধেয় চাচা জনাব মোঃ আফলাতুন মিয়া।

পরম করুনাময় মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সকলের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

গত ৩০/১০/২০২১ ইং তারিখ চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২১-২০২৪ অত্যন্ত সুষ্ঠ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মানিত আজীবন সদস্যবৃন্দ সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ ভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। উক্ত নির্বাচনে আপনারা আমাদের উপর আস্থা রেখে আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। নবনির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উক্ত নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একটি সফল, অবাধ, সুষ্ঠ, সুন্দর ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কাজে নিয়োজিত বিভাগীয় কমিশনার অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দসহ নির্বাচন কাজে সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করেছেন সকলকে কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গত ০৬/১১/২০২১ তারিখ নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আপনারা অবগত আছেন, ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালের প্রথম দিকে আমরা কোভিড-১৯ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। বেসরকারী পর্যায়ে করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যা দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ যাবৎ চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে ৯৩৬২ জন করোনা রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে এবং হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে ৪৫৯৮০ জন ব্যক্তির করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে মাত্র ৮ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে নবনির্বাচিত কমিটির কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

- **নতুন হাসপাতাল ভবন ঃ** আমাদের স্বপ্নের মেগা প্রকল্প ৮৫০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল ভবন। ইতোমধ্যে উক্ত ভবনের ১৩ তলা পর্যন্ত ষ্ট্রাকচার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১৩ তলা পর্যন্ত সিভিল ওয়ার্ক সহ ফিনিশিং কাজ চলমান আছে। ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ফিনিশিং কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। ইতোমধ্যে নতুন ভবনের পূর্ব ব্লকে নিচ তলা, ২য় তলা ও ৩য় তলায় বহির্বিভাগ স্থানান্তর করা হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম তলায় বর্তমানে জেনারেল সার্জারী, অর্থোপেডিক সার্জারী, ইউরোলজী, চক্ষু বিভাগ, অনকোলজী ও হেমাটোলজী বিভাগ স্থানান্তর করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ তলায় ইতোমধ্যে সিসিইউ (৩৪ শয্যা) চালু করা হয়েছে। ৫ম তলায় এডাল্ট আইসিইউ (৩০ শয্যা বিশিষ্ট) ইন্টেরিয়রের কাজ চলমান আছে। আশা করা যায় আগামী ১ মাসের মধ্যে সেখানে এডাল্ট আইসিইউ বিভাগ স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। নতুন হাসপাতাল ভবনে ৫১৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন স্থাপনের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ২ মাসের মধ্যে নতুন সাব-ষ্টেশন চালু করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে নতুন ভবনের জন্য ২টি জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন চালু করা হলে নতুন ভবনে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগ সমূহ স্থানান্তর করা হবে। আমরা আশা করছি আগামী জুন ২০২৩ সালের মধ্যে নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। নতুন হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এটি বৃহত্তর চট্টগ্রামে স্বাস্থ্য সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। নতুন হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা সরকারের কাছ থেকে এককালীন অনুদানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা বিভিন্ন শিল্প গ্রুপ, দানশীল দাতা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের দানশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে উক্ত নির্মাণ

কাজে সহযোগীতার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একেকটি ফ্লোর বা বিভাগ স্পন্সরের মাধ্যমে অর্থায়ন করতে পারবেন। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান নতুন ভবনের জন্য ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। আমরা পিএইচপি ফ্যামিলির নামে নতুন ভবনের একটি ফ্লোর নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ভিআইপি টাওয়ারের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ আবুল হোসেন করোনাকালীন নতুন হাসপাতাল ভবনের জন্য একটি লিফট অনুদান প্রদান করেছেন। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি পরবর্তীতে আরো একটি লিফট অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। যা বর্তমানে ইনষ্টলেশনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আপনাদের সর্বাত্বক সহযোগীতায় আমরা এতদূর আসতে পেরেছি এবং ধাপে ধাপে আমাদের পরিকল্পনা ও মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছি।

- **ক্যান্সার হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট** ঃ চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অন্যতম আরেকটি প্রকল্প হলো আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে রেডিয়েশন মেশিন স্থাপনের জন্য বাংকার নির্মাণ সহ ১ম তলার ছাদ নির্মাণের কাজ চলছে। আমরা আশা করি জুন ২০২৩ সালের মধ্যে ক্যান্সার হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ক্যান্সার রোগীদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা চালু করতে পারব। ইতোমধ্যে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য একটি অত্যাধুনিক রেডিয়েশন মেশিন ক্রয়ের জন্য ট্রেডভিশন লিঃ এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্যান্সার মেশিনটি স্থাপন করে রোগীদের চিকিৎসা সেবা চালু করতে পারব। ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণের জন্য চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণ স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সাহায্য ও সহযোগীতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আন্তরিক সহযোগীতায় ইউসিবিএল ব্যাংক থেকে ৫ কোটি টাকা, দৈনিক আজাদী পরিবারের পক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা, প্রাক্তন লায়ন্স জেলা গভর্ণর ও কনফিডেন্স সিমেন্ট লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান লায়ন রূপম কিশোর বড়ুয়া ১ কোটি টাকা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি জনাব মোঃ আবুল হোসেন ১ কোটি টাকা, চট্টগ্রাম ক্লাবের সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্যান্সার হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান জনাব এস এম আবু তৈয়ব ১৫ লক্ষ টাকা সহ আরো অনেকেই ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য অনুদান প্রদান করেছেন। ইনার হুইল ডিষ্ট্রিক্ট ৩৪৫ এর পক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের জন্য ঘোষণা দিয়েছেন। ইতোমধ্যে ইনার হুইল ক্লাবের পক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকার চেক পাওয়া গিয়েছে। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির প্রেসিডেন্ট জনাব মাহবুবুল আলম তালুকদার ও ই.সি সদস্য জনাব মোঃ আলমগীর পারভেজ এর পরিবারের পক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। লায়ন্স ডিষ্ট্রিক্ট ৩১৫-বি৪ এর পক্ষ থেকেও ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ফান্ড সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা আশা করি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের বহুল প্রত্যাশিত ক্যান্সার হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে এবং একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার হাসপাতাল হিসেবে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শুরু করা হবে। এই ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মিত হলে তা বৃহত্তর চট্টগ্রাম সহ এতদাঞ্চলে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, দৈনিক আজাদী সম্পাদক জনাব এম এ মালেক উক্ত ক্যান্সার হাসাতাল বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে তিনি এবং তার টিম সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে দৈনিক আজাদী পত্রিকা মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করছে। আমরা দৈনিক আজাদী পরিবারের কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।
- **সিসিইউ ইউনিট** ঃ সম্প্রতি আমরা নতুন হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় ৩৪ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ নতুন সিসিইউ চালু করা হয়েছে। দৈনিক আজাদী সম্পাদক জনাব এম এ মালেক এটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। পুরাতন হাসপাতাল ভবনে সিসিইউ'র শয্যা সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি। নতুন হাসপাতাল ভবনে নবনির্মিত সিসিইউর শয্যা সংখ্যা ৩৪টি। অনেক ব্যাপক পরিসরে এখন অধিক সংখ্যক কার্ডিয়াক রোগীদের চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রখ্যাত ক্লিনিক্যাল এন্ড ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিষ্ট প্রফেসর ডাঃ আবু তারেক ইকবাল উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেছেন। সম্প্রসারিত সিসিইউর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে। আমরা আশা করি চট্টগ্রামে সর্ববৃহৎ বেসরকারী হাসপাতালের সিসিইউ হিসেবে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের সিসিইউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, হাসপাতালের মেগা ডোনার জনাব এস এম নুরুদ্দিন সাহেব এই ক্যাথ ল্যাব এবং সিসিইউ'র জন্য সম্পূর্ণ অর্থ একক ভাবে অনুদান প্রদান করেছেন। গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখ তিনি ব্যাংককে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই মৃত্যু মা ও শিশু হাসপাতালের জন্য একটি অপূরনীয় ক্ষতি। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে তার মাগফেরাত কামনা করছি।
- **ক্যাথ ল্যাব** ঃ চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্যাথ ল্যাব স্থাপনের কাজ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যেই একটি অত্যাধুনিক ক্যাথ ল্যাব মেশিন আমদানী করার জন্য এলসি খোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে ক্যাথ ল্যাব মেশিন দেশে এসে পৌছেছে এবং পরবর্তী ১ মাসের মধ্যেই ক্যাথ ল্যাব মেশিন চালু করা সম্ভব হবে। প্রফেসর ডাঃ আবু তারেক ইকবাল এই বিভাগের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন। ইতোমধ্যে ক্যাথ ল্যাবের জন্য বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ক্যাথ ল্যাব চালু হলে এটি চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের জন্য আরেকটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। এখানে সর্বনিম্ন খরচে এনজিওগ্রাম, হার্টে রিং বসানো সহ হৃদরোগের সকল চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া আমরা কার্ডিওলজি বিভাগের অধীনে কার্ডিয়াক সার্জারী ইউনিট চালু করারও উদ্যোগ নিয়েছি। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্ডিয়াক ওটি, কার্ডিয়াক আইসিইউ ও কার্ডিয়াক পোষ্ট অপারেটিভ ইউনিটের নির্মাণ কাজের জন্য কার্যক্রম